নয়া দিগন্ত

শিক্ষামন্ত্রী ড. এহছানুল হক মিলনের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিচ্ছেন ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ ● নয়া দিগন্ত

শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ

ঢাবি ভিসি পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে নিয়াজ আহমদে আবেদন

● নয়া দিগন্ত ডেস্ক

নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পাঁচ দিনের মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের (ভিসি) পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। গতকাল রোববার সকালে তিনি শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের কাছে এই আবেদনপত্র জমা দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, তিনি তার বর্তমান প্রশাসনিক পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে মূল পদ 'উন্নয়ন অধ্যয়ন' বিভাগের গ্রেড-১ অধ্যাপকের পদে ফেরার জন্য রাষ্ট্রপতি বরাবর এই আবেদন পেশ করেছেন। এর আগে গত ১০ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি নিজের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন।

পদত্যাগপত্র জমা দেয়ার সময় শিক্ষামন্ত্রী ড. এহছানুল হক মিলন ভিসির সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ, শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এ সময় অধ্যাপক ড. নিয়াজ ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং গবেষণার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্ত্রীকে বিস্তারিত অবহিত করেন। তিনি পদত্যাগ করলেও দেশের বৃহত্তর শিক্ষাখাতের উন্নয়নে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ● ৪র্থ পৃ: ৪-এর কলামে

ঢাবি ভিসি পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে নিয়াজ

৩য় পৃষ্ঠার পর

শিক্ষামন্ত্রী দেশের এক ক্রান্তিকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় অসামান্য অবদান রাখার জন্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খানকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান এবং ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা খালিদ মাহমুদ জানান, ভিসির অব্যাহতিপত্র গ্রহণ করার চূড়ান্ত এখতিয়ার রাষ্ট্রপতির।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২৭ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান। ব্যক্তিগত জীবনে উচ্চশিক্ষিত এই অধ্যাপক যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলস থেকে পিএইচডি এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে তিনটি পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি এর আগে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির প্রো-ভিসি এবং ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন।

পদত্যাগের বিষয়ে গত ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি বলেছিলেন, 'একটি দায়িত্ব পালনের পর্বে আমরা ভালো পর্যায়ে এসেছি এবং আমি এখন সরে দাঁড়াতে চাই।' তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষায় নতুন সরকারের কাজের সুবিধার্থে তিনি গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদক্ষেপ নিলেন।

আলোকিত বাংলাদেশ

শিক্ষামন্ত্রী এহসানুল হক মিলনের কাছে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পদত্যাগপত্র হস্তান্তর করেন ● আলোকিত বাংলাদেশ

পদত্যাগ করলেন ঢাবি উপাচার্য

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য পদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেছেন অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। গতকাল রোববার সকালে তিনি শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের কাছে এ পদত্যাগপত্র দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মন্ত্রণালয়ের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা-১ এর এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, গতকাল রোববার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। বিষয়টি মন্ত্রণালয় বিবেচনা এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

পদত্যাগ করলেন ঢাবি উপাচার্য

● ১ম পৃষ্ঠার পর

করবে। এরপর তা আচার্যকে পাঠাবেন। আচার্য এ পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলে তখন উপাচার্য পদটি শূন্য ঘোষণা করা হবে এবং পরবর্তী উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হবে।

পদত্যাগপত্রে উপাচার্য 'ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক কারণ' উল্লেখ করেছেন বলেও জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ঢাবি উপাচার্য দপ্তরের কর্মকর্তারা।

এদিকে, ঢাবি উপাচার্যের প্রটোকল অফিসার মোহাম্মদ ফিরোজও গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, উপাচার্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে এসেছেন। মন্ত্রণালয় থেকে এখনো কিছু জানানো হয়নি। পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার পর বাকি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সংবাদ সম্মেলন করে পদত্যাগ করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছিলেন ঢাবি উপাচার্য। সেদিন তিনি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, আপৎকালীন পরিস্থিতি দূর হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আমি এখন মনে করছি, দায়িত্ব পালনের পর্বে আমরা একটা ভালো পর্যায়ে এসেছি এবং আমি সরে দাঁড়াতে চাই।

অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান আরও বলেছিলেন, আমি সরে দাঁড়াতে চাই যেন রাজনৈতিক সরকার তার মতো করে তার প্রশাসন সাজিয়ে নিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে যদি তাদের আমার কোনো সহযোগিতা দরকার হয়, আমি যে কোনো সময় প্রস্তুত আছি।

মানবজমিন

ঢাবি ভাইস চ্যান্সেলরের পদত্যাগপত্র জমা
নতুন নিয়োগ নিয়ে জোর আলোচনা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)-এর ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি) অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি জমা দিয়েছেন। রোববার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের কাছে পদত্যাগপত্র হস্তান্তর করেন। পদত্যাগপত্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হলেও, এখনো আনুষ্ঠানিক প্রজ্ঞাপন জারি হয়নি। পদত্যাগপত্র প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হবে এবং গ্রহণের পর তা কার্যকর হবে। ততদিন তিনি দায়িত্বে থাকবেন বলে জানা যায়।
শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক কারণেই তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গণমাধ্যমকে অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান বলেন, তার নিয়োগ ছিল সাময়িক ও অন্তর্বর্তীকালীন। তিনি বলেন, আমি একটি ক্রান্তিকালে দায়িত্ব নিয়েছিলাম। একে আমি 'সেলভেজ অপারেশন' বলি একটি ডুবন্ত জাহাজকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা। এখন বিশ্ববিদ্যালয় উর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে, তাই আমি মূল শিক্ষকতায় ফিরতে চাই।
রাজনৈতিক চাপের প্রশ্নে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, চাপে নয়, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তেই সরে দাঁড়াচ্ছেন; বরং বিভিন্ন পর্যায় থেকে তাকে দায়িত্বে রাখার অনুরোধ করা হয়েছিল বলেও উল্লেখ করেন তিনি। নতুন ভাইস চ্যান্সেলরের জন্য কাউকে সুপারিশ করেননি বলেও জানান।
এরই মধ্যে ভাইস চ্যান্সেলর পদে সম্ভাব্য নিয়োগ নিয়ে ক্যাম্পাসে জোর আলোচনা চলছে। অনেক শিক্ষক আলোচনায় রয়েছেন। সম্ভাব্যদের মধ্যে আছেন বর্তমান প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, যিনি বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন 'সাদা দল'-এর আহ্বায়ক এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এছাড়া বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং অধ্যাপক ড. মো. মোর্শেদ হাসান খানের নামও আলোচনায় রয়েছে। প্রো-ভিসি পদেও পরিবর্তন আসতে পারে বলে জানা গেছে।
উল্লেখ্য, গত ১০ই ফেব্রুয়ারি সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে এগোচ্ছে এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ। তিনি প্রায় ২ হাজার ৮৪১ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন। ২০২৪ সালের ২৭শে আগস্ট তিনি ঢাবি'র ৩০তম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ পান। এর আগে তিনি ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)-এর ভারপ্রাপ্ত ভিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এখন তার পদত্যাগপত্র গ্রহণের পর নতুন ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার।

যুগান্তর

ঢাবি ভিসি অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খানের পদত্যাগ

যুগান্তর প্রতিবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। রোববার তিনি শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদত্যাগপত্র হস্তান্তর করেন। ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক কারণ উল্লেখ করে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এর আগে ১০ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাবির উপাচার্য পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছার কথা বলেছিলেন অধ্যাপক নিয়াজ।
ঢাবির জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান রোববার সকালে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উপাচার্যের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তার মূল পদ উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের গ্রেড-১ অধ্যাপকের পদে ফেরার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বৃহত্তর শিক্ষা খাতের উন্নয়নে সমন্বিতভাবে কাজ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। শিক্ষামন্ত্রী দেশের ক্রান্তিকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় উপাচার্যকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা খালিদ মাহমুদ বলেন, ঢাকা

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। রোববার সচিবালয়ে —যুগান্তর

ঢাবি ভিসি অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাঁর অব্যাহতিপত্র জমা দিয়ে গেছেন। এটি গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার মহামান্য রাষ্ট্রপতির।
২০২৪ সালের অভ্যুত্থানে আওয়ামী সরকার পতনের পর পরিবর্তনের হাওয়ায় ঢাবির উপাচার্য পদেও পরিবর্তন আসে। ওই বছর ২৭ আগস্ট ভিসির দায়িত্ব পান ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান।

The New Age

The Bangladesh Today

DU observes Int'l Mother Language Day with solemn respect

DHAKA : Martyrs' Day and International Mother Language Day were observed in a peaceful and solemn atmosphere at Dhaka University, with the Central Shaheed Minar becoming the focal point of homage.

In the first hour of Ekushey February, DU Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan welcomed guests who arrived to pay tribute to the language martyrs, reports BSS.

DU Pro-VC (Administration) Prof Dr. Saima Haque Bidisha, Pro-VC (Education) Prof Dr. Mamun Ahmed and Treasurer Prof Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury were present, among others.

Coordinator of the Central Coordination Committee on Amar Ekushey observance Prof Dr. Md. Morshed Hasan Khan, Joint Coordinator Prof Dr. Abdus Salam, Member-Secretary and Proctor Prof Saifuddin Ahmed, Pharmacy Faculty Dean Prof Dr. Selim Reza, along with teachers and university officials, were also present at the Shaheed Minar in the early hours.

Later, on behalf of the university, DU VC Professor Dr. Niaz Ahmed Khan placed a wreath at the martyrs' altar in the first hour of the day. Teachers, officers and employees of the university were present on the occasion.

A silent procession and 'Prabhat Feri' began at 6:30 am from the 'Smriti Chirantan' square, proceeding towards the Central Shaheed Minar to honour the martyrs, led by the Vice-Chancellor.

Pro-Vice Chancellors, the Proctor, Registrar, members of the Senate and Syndicate, deans of faculties, provosts and wardens of halls, chairpersons of departments, directors of institutes, office heads, teachers, students, officers and employees participated in the programme.

After Asr prayers, special munajat was offered at the university's central mosque, Masjidul Jamiya, as well as at mosques of all halls and residential areas, seeking eternal peace for the souls of the language martyrs.

ভোরের ডাক

একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

ভোরের ডাক রিপোর্ট : অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গত শুক্রবার রাত ১২টা ১ মিনিটে প্রথমে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপরই রাত ১২টা ৮ মিনিটে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

এ সময় বাইরে অমর একুশের কালজয়ী গান, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' বাজতে থাকে। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এর আগে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ভাষা শহীদদের জন্য দোয়া ও মোনাজাত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব মাজির মাহমুদ এই দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। এরপর মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় নতুন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, সালাহউদ্দিন আহমদ, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রমসহ মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এরপর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : ও সিনিয়র নেতাদের নিয়ে দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পাশাপাশি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান।

প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

এরপর বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় জামায়াতের নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম ও মুজিবুর রহমান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্যসচিব আখতার হোসেন, এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহসহ কয়েকজন নেতা ছিলেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ভাষা শহীদদের জন্য দোয়া ও মোনাজাত করেন তারা।

বিরোধীদলের পর্ব শেষে ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও কূটনীতিকরা ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এরপর নির্বাচন কমিশন, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এরপর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ খালি পায়ে, হাতে ফুল নিয়ে এবং 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের আবহে শহীদ মিনারে আসেন। ১৯৫২ সালের এই দিনে ভাষার জন্য আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের স্মরণে তারা শ্রদ্ধা জানান। অমর একুশে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রথম প্রহর থেকে সারা দিনব্যাপী ব্যাপক মানুষের উপস্থিতি ছিল। একুশের প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুরো শহীদ মিনার এলাকা ৬৪টি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে। পুলিশের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি সোয়াট, ডগ স্কোয়াড, বম্ব ডিসপোজাল টিম ও ক্রাইম সিন ইউনিট সেখানে কাজ করেছে। এছাড়া গোয়েন্দা নজরদারির সাইবার মনিটরিং করা হয়েছে।

শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে শহীদ মিনার এলাকায় সাতটি জায়গায় 'ডাইভারশন' (বিকল্প পথে যাওয়া) দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো শাহবাগ ক্রসিং, নীলক্ষেত ক্রসিং, শহীদুল্লাহ হল ক্রসিং, হাইকোর্ট ক্রসিং, চানখারপুল ক্রসিং, পলাশী ক্রসিং ও বকশীবাজার ক্রসিং। গত বছরের মতো এবার ডাইভারশন দেওয়া হয়েছে। জানা যায়, নিরাপত্তার স্বার্থে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সাধারণদের পলাশীর মোড়, জগন্নাথ হল ক্রসিং হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যেতে হয়। এর বাইরে অন্য কোনো রাস্তা দিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যাওয়া যায়নি। আর শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে রমনা ক্রসিং হয়ে দোয়েল চত্বর বা চানখারপুল দিয়ে বের হন। শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে এই রুট সবাইকে অনুসরণ করতে হয়েছে।